সরকারের ফাঁদে এরশাদ এরশাদের ফাঁদে বিদিশা

wj‡L‡Qb : **জয়ন্ত আচার্য**

ঘটনা-১

৩ মার্চ দুপুর ১২টা। গুলশান দূতাবাস রোডের প্রেসিডেন্ট পার্ক অ্যাপার্টমেন্ট। বাড়ির কলিংবেল চাপ দিতেই বিদিশা এসে দরজা খুললেন। বসতে বললেন সুসজ্জিত গেস্ট হাউজে। কিছু সময় পর এলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। বেশ আলাপ জমালেন এরশাদ। বিদিশার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। শুধু সংগঠনের নয়, বিদিশা জাতীয় পার্টিকে নতুন গতি দিয়েছে বলে তার অভিমত। এরশাদ জানালেন, বিদিশাকেই জাতীয় পার্টির বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কানেকশন রক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বেশ সফলও হয়েছে। আগামী দিনে জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব তো বিদিশাই দেবে।

ঘটনা-২

২ জুন দুপুরে অসুস্থ বিদিশাকে দেখতে এরশাদ গুলশানস্থ সিকদার মেডিক্যালে এলেন। বিদিশাকে শাসালেন বিদেশে চলে যাবার জন্য। বিদিশা নাছোড়বান্দা। সে দেশ ছেড়ে যাবে না। বিদিশাকে ভয় ভীতি দেখিয়ে এরশাদ সিকদার মেডিক্যাল থেকে চলে গেলেন। রাত ৮টায় তিনি পার্টি অফিসে গিয়ে বিদিশাকে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য থেকে অব্যাহতি দিয়ে পত্রিকায় ফ্যাক্স পাঠালেন। পরের দিন একের পর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটল। এরশাদ নিজেই বিদিশার নামে অর্থ আত্মসাত, ভাংচুরের অভিযোগ এনে গুলশান থানায় মামলা করলেন। নাটকীয়তার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হলো অসুস্থ বিদিশাকে।

পুলিশের আচরণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিদিশা

দুটি ঘটনা সাবেক সামরিক শাসক এরশাদের স্ববিরোধী

এরশাদ : শৈল্পিক ভন্ডামির কিংবদন্তি

আহসান কবির

এরশাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি, প্রতিবাদ, হরতাল-ভাঙচুরে এ পর্যন্ত মানুষের যতো 'শ্রমঘন্টা' নষ্ট হয়েছে, একমাত্র 'রাজাকার'রা ছাড়া অন্য কেউ এ দেশের মানুষের এতো বেশি শ্রমঘন্টা নষ্ট করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, এ দেশে এরশাদকে ব্যঙ্গ করে যতো স্লোগান, কবিতা কিংবা কৌতুক রচিত হয়েছে, অন্য কারো বেলায় সেটা হয়নি। আর এরশাদ সাহেব নিজেই কথা না রাখার ক্ষেত্রে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন।

এরশাদ সন্তানসহ বিদিশাকে স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পর তার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বান্ধবী জিনাত মোশাররফ বলেছিলেন, এরশাদের যদি বাবা হবার ক্ষমতা থাকতো তাহলে দেশটা কচি কাঁচার আসরে ভরে যেত। দেখেন না, বিদিশা ও এরশাদের সংসার কতো দিন টেকে! ঘনিষ্ঠ কাউকে অবশ্য এরশাদ বলতেন, আমায় সন্তান দিতে পারলে জিনাতের সঙ্গে আমার পরিণতি অন্য রকম হতে পারতো! কথাটা লুফে নিয়েছিলেন বিদিশা। জিনাত কিংবা রওশনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'লেজ হিসেবে নিজ নামের শেষে এরশাদ বা হুসেইন নামটা যোগ করলেই সবাই এরশাদের সন্তানের মা হতে পারে না!'

এরশাদের পাশে থেকে বিদিশা কথাবার্তা বলছিলেন বেশ। কিন্তু বুঝতেও পারেননি কথা না রাখার ব্যাপারে এরশাদের বিশ্বরেকর্ড আছে। বরং এরশাদকে ঘিরে তার বাকবাকুম করা স্বভাবটা অনেকেরই নজর কেড়েছিল। বিদিশা বারবার বলতেন, 'এরশাদ খুবই রোমান্টিক। তার রাজনীতি ও কবিতার আমি খুব ভক্ত।' বিদিশা ও এরশাদ একটি চ্যানেলে গানের দৃশ্যেও অভিনয় করেছিলেন। বিদিশাকে এরশাদ জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য করলে বিদিশা বলেছিলেন, 'আমি হচ্ছি টনিকের মতো। আমাকে দেখে নেতা-কর্মীরা উজ্জীবিত হয়। অনুপ্রেরণা পায়। এরশাদ আসলে অনেক মজার মানুষ। ক্রমাগত বান্ধবী বদল, একাধিক বিয়ে নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় তার নামে লেখা প্রকাশ হতে থাকলে তিনি বলেছিলেন, 'আমার শরীর অ্যাথলেটদের মতো। পাকানো দড়ি যেন! আমাকে ঘিরে যদি মেয়েরা এমন ভিড় করতে থাকে, তাহলে আমি কী করতে পারি? অনেকটা সেই বিখ্যাত হিন্দি গানের মতো 'একবার নজর সে নজরে মেলে কসম টুট যায়ে তো ম্যা কা কর?

এরশাদ অবশ্য তার বহু কসম পরে 'টুট' করে দিয়েছিলেন। ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ রাতে সেনা সদরে যখন জেনারেলদের ডেকে মার্শাল ল' জারির ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখন কোরআন ছুঁয়ে বলেছিলেন, 'আমার কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই।' হায়! এই লোকটিই পরে দেশ ও জাতির ঘাড়ে ৯ বছর বোঝা হিসেবে ছিলেন। ক্ষমতায় আসার পর তার কবিতাপ্রেম প্রকাশ পায়। তার কবিতা নিয়ে ছিল অসংখ্য কৌতুক। সবচেয়ে প্রচলিতটা এমন : জাতিসংঘের অধিবেশন চলছিল। এ সময় ঢুকে পড়লো এক পাগল। গর্বাচেভ তাকে থামাতে এগিয়ে গেলেন। পাগল আরো তেড়ে এলো। এবার গেলেন রিগ্যান। কি যেন বললেন পাগলকে। পাগল আরো চিৎকার ও চেঁচামেচি করে দৌড় লাগালো মঞ্চের দিকে। সবাই ভয় পেয়ে গেল। কি করা যায়? এ সময় বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন এরশাদ। কি যেন বললেন পাগলকে কানে কানে। পাগল তো ভোঁ-দৌড়ে অধিবেশন কক্ষ ছেড়ে পালালো। সবাই অবাক। এরশাদের কাছে জানতে চাইলেন। পাগল তাড়ানোর কি এমন জাদু আপনি জানেন?

চরিত্রকে স্পষ্ট করে তোলে। তিনি বিদিশাকে জাতীয় পার্টির জন্য ব্যবহার করেছেন। আবার প্রয়োজনে ছুঁড়ে ফেললেন। প্রশ্ন উঠেছে এরশাদ কেন বিদিশার বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নিলেন। কার্যত গত কয়েক মাস ধরে জাতীয় পার্টির ভেতরে নেতৃত্ব প্রশ্নে তোলপাড় চলছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এরশাদকে পেতে মরিয়া শাসক ও বিরোধী উভয় দল। সরকার চায় চারদলীয় জোটে এরশাদকে এনে আগামী নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত করতে। এ ক্ষেত্রে বিদিশাই ছিল তাদের বাধা। এজন্য জাতীয় পার্টি থেকে বিদিশার ধারাকে দুর্বল করতে নেয়া হয়েছে উদ্যোগ। এরশাদকে জেলের ভয় দেখিয়ে একের পর এক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করছে। চলেছে বিদিশাপন্থিদের বহিষ্কার প্রক্রিয়া। বিদিশা হয়েছে জটিল রাজনীতির নির্মম শিকার।

নীতিহীন টাউট রাজনীতিবিদদের 'ঘুষ' দিয়ে কিনে এনে এরশাদ গঠন করেছিল রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি। ভাবা হয়েছিল '৯১-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে মৃত্যু হবে এরশাদের, সঙ্গে জাতীয় পার্টিরও। কিন্তু হিসাবকে ভুল প্রমাণ করে এরশাদ এখন রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে বলা হয় তারা কখনো ভুল করে না। কিন্তু বাস্তবতা প্রমাণ করে মানুষ প্রতিনিয়ত ভুল করে। ভুল করার চেয়ে বেশি ভুলে যায়। মানুষের এই ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড়ভাবে অবদান রাখে রাজনীতি। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এই বড় রাজনৈতিক দল দুটি। এখন অবশ্য আদর্শের ধারক বাহক ড. কামালের গণফোরামও এরশাদের ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল। সব মিলিয়ে সমাজ এবং রাজনীতির 'দুষ্ট ক্ষত' এরশাদকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। এরশাদের ক্ষতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে বাংলাদেশ। এরশাদের দুর্গন্ধে পুরো বাংলাদেশটাই পরিণত হচ্ছে ডাস্টবিনে।

এরশাদকে জোটে পেতে চায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি উভয়েই। নীতি বা আদর্শ নয়-ভোটে জেতার জন্যে। ইদানীং এরশাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়েছিল আওয়ামী লীগের সঙ্গে। এরশাদ আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করতে যাচ্ছেন এমন সম্ভাবনা দেখা

গত মে মাসে বিদিশা চিকিৎসার জন্য ভারতে যান। এ সময় ৪০ দিন তিনি ভারতে অবস্থান করেন। দেশের একটি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সব সময় বিদিশাকে ফলো করতে থাকে। বিদিশার গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখে। এই গোয়েন্দা সংস্থা বিদিশা দেশে আসার পর তার সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন জাতীয় নেতার সাক্ষাৎকার বিষয়টি উল্লেখ করে রিপোর্ট দেয়

এরশাদের উত্তর ছিল, তেমন কিছু না। আমি পাগলের কানে কানে বললাম, 'ভাই তুমি কি দয়া করে আমার একটি কবিতা শুনবে? অমনি পাগল.....'

ব্রিটিশরা এ দেশ শাসন করেছিল যে পদ্ধতিতে, সেটা ছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল। এরশাদ এ দেশটাকে শাসন করেছেন 'ডেস্ট্রয় অ্যান্ড রুল' পদ্ধতিতে। মহান দেশনায়করা যে কাজে হাত দেন, সেটা সোনা হয়ে যায়। এরশাদ যে কাজে হাত দিতেন সেটা ধ্বংস হয়ে যেত। এরপর চ্যালা-চামুন্ডাকে নিয়ে লুটেপুটে খেতেন। তার মতো টাকা সব রাষ্ট্রপতির মিলিতভাবেও হবে না। ক্ষমতায় থেকে টাকা কামিয়েছেন, আর এখন টাকা ছিটিয়ে ক্ষমতায় যেতে চাইছেন। এরশাদের কাজই ছিল স্থাপনা, রাস্তা-ঘাট, হল, ব্রিজ বানানো এবং সেখান থেকে টাকা নেয়া। টাকা কামানোর জন্য তো যমুনাসহ আরো এক-দুটি ব্রিজের নমুনাই বদলে ফেলেছিলেন!

লাম্পট্য, কথা না রাখা, মিথ্যে কথা বলাকে এরশাদ শিল্পে পরিণত করেছিলেন। শেরাটনের বলরুমে নাচতে গিয়ে আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছিল তার। ক্ষমতা দখলের পর আজিজ ভাইকে এরশাদ জেলে দিয়েছিলেন। স্বামীর অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে মরিয়ম মেরী এরশাদের কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে এসেছিলেন। এরশাদ মেরীকে বিয়েতে বাধ্য করেছিলেন। পরে মেরীকে লন্ডন পাঠানো হয়। আদালতে যাবার হুমকি দিলে টাকা-পয়সা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করা হয়। আবার হঠাৎ করেই তিনি একদিন হুজুর সায়েদাবাদীর মতো ডিমপড়া তত্ত্ব নিয়ে হাজির হন। বিটিভি খুলে জনগণ দেখতে পায় রওশন এরশাদ মা হয়েছেন। আতাউর রহমান খান তাই তার প্রধানমন্ত্রিত্বের নয় মাস বইতে লিখতে বাধ্য হন- 'কিছুদিন আগেই বঙ্গভবনের লনে রওশন এরশাদকে দেখিলাম। তখন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। ৮-১০ দিন পরেই দেখিলাম তিনি মা হইয়াছেন। বাচ্চাটাকে পাঁচ মাস বয়সী মনে হইল। হায়! এমন সন্তান লইয়া এরশাদ দেশ-বিদেশে সফর করিতে লাগিলেন।'

বিদিশার নামে মামলা, বিদিশাকে তালাক দেবার পর কে এরিকের পিতা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিদিশা যখন গর্ভবতী তখন এরশাদ জেলে ছিলেন! তালাক দেবার পরে বিদিশার পাসপোর্টে দেখা যাচ্ছে তার স্বামীর নাম পিটার স্টুয়ার্ট উইসন এবং পুত্রের নাম এরিক উইসন। অবশ্য উইসন ও বিদিশার আরো দুই সন্তান রয়েছে যাদের নাম ইসাবেলা ও উইলিয়াম।

বিদিশা কী এরশাদের টাকা ভালোবেসেছিলেন? নাকি এরশাদের সঙ্গে তার সব ধরনের সম্পর্ক কাগজ-কলম ও ছবিতে ধরে রেখে তাকে ব্ল্যাকমেইল করেছিলেন? যাই ঘটে থাকুক, সরকারের 'চিকন রাজনীতির' শিকার হয়ে নিঃস্ব বা সর্বহারা হয়ে গেলেন বিদিশা। উচ্চাভিলাষই কাল হলো তার। এরশাদকে বিয়ে করার পর তিনি লাল পাসপোর্ট হয়তো পেয়েছিলেন, যার সঙ্গে আরো পাসপোর্ট পাওয়া গেছে বিদিশার। ভারতে যাওয়া, সেখানে টাকা পাঠানো এবং ভারত থেকে নিজ অ্যাকাউন্টে বড় অঙ্কের টাকা আনা ও বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে রুষ্ট হয় সরকার।

দেশবিরোধী কার্যকলাপ ও জোট ভাঙার জন্য দায়ী করে বিদিশাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এখন পুলিশের কাছে যদি বিদিশা সব রহস্য ফাঁস করে দেয়, তাহলে সেসব দিয়ে সরকার এরশাদকে আরো বেশি শিকারের মুরগি বানাবে। জোটে না গিয়ে এরশাদের আর কোনো পথ থাকবে না। আর ১৫টা মামলা তো আছেই, যার দুটির রায় প্রায় প্রস্তুত। জেলও হয়তো হাতছানি দিয়ে ডাকছে এরশাদকে। হায় এরশাদ! হায় বিদিশা! রাজনীতি তাতের পৃথক করলো। দেখা যাক ভবিষ্যতে কি হয়। প্রেম, রাজনীতি, যুদ্ধ আর এরশাদের বেলায় তো শেষ কথা বলে কোনো কিছু থাকতে পারে না।

পুনশ্চ : এক লোক গিয়েছে নরকে। প্রহরী তাকে বিভিন্ন জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবে। এরপর সেই লোক সিদ্ধান্ত নেবে সে নরকের কোথায় থাকবে।

লোকটিকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হলো আইয়ুব খানের কাছে। আইয়ুব খান প্রথমে মৌলিক গণতন্ত্রবিষয়ক বক্তৃতা দিলেন। এরপর তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। শুরু হলো ইলেকট্রিক শক দেয়া। লোকটি ভয়ার্ত গলায় বললো, আমি এখানে থাকবো না। কি ভয়ঙ্কর শাস্তি!

লোকটিকে প্রহরী এবার ইহাহিয়া খানের কাছে নিয়ে গেল। ইহাহিয়া প্রথমে গণতন্ত্র ও যুদ্ধবিষয়ক বক্তৃতা দিলেন। এর পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ইলেকট্রিক করাতের নিচে। লোকটি ভয় পেয়ে বললো, এখানেও আমি থাকবো না। কী ভয়ঙ্কর শাস্তি!

সব শেষে লোকটিকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে আছেন এরশাদ। তাকে ঘিরে অসংখ্য নারী। সবাই পান করছে, উন্মাদনার বশে যখন যার খুশি এরশাদকে নিয়ে যাচ্ছে...। লোকটি ঢোক গিলে বললো, আমি এখানেই থাকবো।

লোকটিকে সেখানেই থাকতে দেয়া হলো। শুধু নরকের প্রহরী জানালো, ভাই আপনি বোধকরি ভুল করলেন। এখানে এসব নারীর শাস্তি হচ্ছে না, শাস্তি হচ্ছে এরশাদের!

দিয়েছিল। বিষয়টির প্রতি নজর রাখছিল ক্ষমতাসীন বিএনপি। বিএনপির অস্ত্র এরশাদের নামে ঝুলে থাকা অনেকগুলো মামলা। এরশাদের গতিবিধি এবং মামলাগুলো সমান্তরাল। এরশাদ চলতে শুরু করলে মামলাগুলোও চলতে শুরু করে। এরশাদ চাইছিলেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জোটে যোগ দিতে। এই যোগাযোগের অনেক কিছুই করাচ্ছিলেন স্ত্রী বিদিশাকে দিয়ে। সরকারের হাতে থাকা মামলা ফাঁদে আটকে গেছেন এরশাদ। চতুর এরশাদের ফাঁদে পড়েছে স্ত্রী বিদিশা।

এরশাদ প্রমাণ করেছে তার কাছে স্ত্রী প্রেমিকা, মা-বাবা, ভাই বোন... কোনো কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র তার ব্যক্তি স্বার্থ।

গত মে মাসে বিদিশা চিকিৎসার জন্য ভারতে যান। এ সময় ৪০ দিন তিনি ভারতে অবস্থান করেন। দেশের একটি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সব সময় বিদিশাকে ফলো করতে থাকে। বিদিশার গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখে। এই গোয়েন্দা সংস্থা বিদিশা দেশে আসার পর তার সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন জাতীয় নেতার সাক্ষাৎকার বিষয়টি উল্লেখ করে রিপোর্ট দেয়। সূত্র জানায়, রিপোর্টে বিদিশার সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন নেতার যোগাযোগের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। সূত্র জানায়, এ রিপোর্ট জাতীয় পার্টিতে বিদিশা বিরোধীরা ও সরকার লুফে নেয়। তারা এরশাদকে বিদিশাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিতে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এ কাজটি না করলে এরশাদকেই জেলে যেতে হবে বলে শাসাতে থাকে।

জানা গেছে, এরশাদের সঙ্গে একটি বিশেষ ভবনের কর্ণধারের কয়েকদিন আগে একটি বৈঠকও হয়। এ বৈঠকে বিদিশাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার চূড়ান্ত আল্টিমেটাম দেয়া হয়। এ কারণে এরশাদ বিদিশাকে বিদেশে পাঠানোর জন্য ভীষণ চাপ প্রয়োগ করেন। বিদিশা যেতে চায়নি। বিদিশার ভয় ছিল, বিদেশে গেলে তাকে আর দেশে আসতে দেয়া হবে না।

জাতীয় পার্টিতে বর্তমান মেরুকরণ তীব্র হয়ে ওঠে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্টির কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে। মহাসচিব পদটি যাতে রুহুল আমীন হাওলাদার না পায় তার

নীতিহীন টাউট রাজনীতিবিদদের 'ঘুষ' দিয়ে কিনে এনে এরশাদ গঠন করেছিল রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি। ভাবা হয়েছিল '৯১-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে মৃত্যু হবে এরশাদের, সঙ্গে জাতীয় পার্টিরও। কিন্তু হিসাবকে ভুল প্রমাণ করে এরশাদ এখন রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র

জন্য বিদিশা গ্রুপ চেষ্টা করতে থাকে। অপরদিকে সরকার সমর্থক রওশন এরশাদ গ্রুপ রুহুল আমীন হাওলাদারকেই পার্টির মহাসচিব পদে আবার দেখতে চান। জোট সরকার ও রওশন গ্রুপের চাপেই এরশাদ রুহুল আমিন হাওলাদারকে মহাসচিব করেন। ফলে বিদিশা গ্রুপ যেকোনো মূল্যে মহাসচিবকে অপসারণ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে জাতীয় পার্টির ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। সূত্র জানায়, এ গ্রুপটিই পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত কাজী ফিরোজ রশীদকে নাজিউর রহমান মঞ্জুর জাতীয় পার্টি থেকে নিয়ে আসে। তাকেই মহাসচিব করার মিশন নিয়ে নামে। এতে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয় রওশন এরশাদ গ্রুপ। এ গ্রুপ বিদিশার রাজনীতি শেষ করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়।

পার্টির কর্মীদের মধ্যে অভিমত রয়েছে, জাতীয় পার্টির মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার ও আহমেদ শরীফের রংপুর সার্কেট হাউজের নারী কেলেঙ্কারি ঘটনা আড়াল করার জন্যই বিদিশাকে ট্রাম্প কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। মহাসচিবের নারী কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে বিদিশাই ছিলেন সবচেয়ে সোচ্চার। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে ৩ জুন সংখ্যায় বলেছিলেন মহাসচিবের নারী কেলেঙ্কারির বিষয়টি কেন্দ্রীয় নেতাদের দিয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

বিদিশাকে সরকারের এতো ভয় কেন? এ প্রশ্ন ঘুরছে সাধারণ জনগণের মধ্যে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এরশাদ বিদিশাকেই জাতীয় পার্টির আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক দেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বিদিশা এ সুযোগটি কাজে লাগিয়েছেন। আমেরিকা সফরের সময় তিনি বেশ কয়েকজন সিনেটরের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলেন। তাদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ রয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশের প্রাতরাশ ভোজনে বিদিশা আমন্ত্রিত হন। ব্রিটেনে দীর্ঘদিন অবস্থানের কারণে ব্রিটেন পার্লামেন্টের বিভিন্ন সদস্য তাকে চেনেন। বিদিশার পিতা দেশের বরেণ্য কবি আবু বকর সিদ্দিক। বাবার সূত্র ধরেই বিদিশা ছোটবেলা থেকেই পশ্চিমবঙ্গে যাওয়া আসা করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নেতারা তার পূর্ব পরিচিত। বাবার সূত্র ধরে পরিচয় রয়েছে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে। এ কারণে এরশাদের কাছ থেকে দায়িত্ব পাওয়ার পর বিদিশা দ্রুত জাতীয় পার্টির সঙ্গে ভারতের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনা সিক্রি হয়ে ওঠেন তার বেশ কাছের মানুষ। কার্যত সরকারের ভয় এখানেই। বিদিশার আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ও সরকার বিরোধী বক্তব্য সরকারের মধ্যে বিদিশা-ভীতির জন্ম দিয়েছে। সরকার এখন বিদিশা-ভীতিতে ভুগছে। সরকারের ধারণা বিদিশা সরকারের ভাবমূর্তি সংকটে ফেলতে পারে। কার্যত জোট সরকার ভুগছে ভাবমূর্তি সংকটের জুজুর ভয়ে।

লাফিয়ে পড়ার হুমকি দিচ্ছেন বিদিশা

বিদিশা বাবার সাথে আদালত প্রাঙ্গণে

সূত্র জানায়, সরকার মূলত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিদিশাকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল। পরবর্তীতে সরকার এরশাদকে বাধ্য করেছে বিদিশার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করতে। এরশাদ মামলায় বিদিশার বিরুদ্ধে ৫টি অভিযোগ এনেছেন। তাকে হত্যার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন, সম্পদের ক্ষতিসাধন, ৭ লাখ টাকা আত্মসাত, স্বর্ণালঙ্কার চুরি ও প্রতারণা। তবে এরশাদের মামলায় বিদিশা গ্রেপ্তার হলেও তার বিরুদ্ধে সরকার একাধিক মামলা আনবে বলে সূত্র জানিয়েছে। পাসপোর্ট জালিয়াতি, মানি ল্যান্ডারিং, তথ্য পাচার, রাষ্ট্রদ্রোহী নানা মামলায়ই তাকে জড়ানো হবে। সরকারের উর্ধ্বতন মহলে তার প্রস্তুতিও চলছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

পুলিশ অসুস্থ বিদিশাকে নির্দয়ভাবেই ৪ জুন বিকালে গ্রেপ্তার করেছে। টেনে হিঁচড়ে তাকে প্রেসিডেন্ট পার্ক ভবন থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। থানায় সাধারণ একজন কয়েদির মতোই রেখেছে। সাংবাদিকরা যাতে বিদিশার সঙ্গে কথা বলতে না পারেন এ জন্য পুলিশ বিদিশাকে আদালতে বিশেষ নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছে। আদালত বিদিশাকে জামিন না দিয়ে দিয়েছে রিমান্ড। পুলিশের আচরণ ও নিম্ন আদালতের রায়

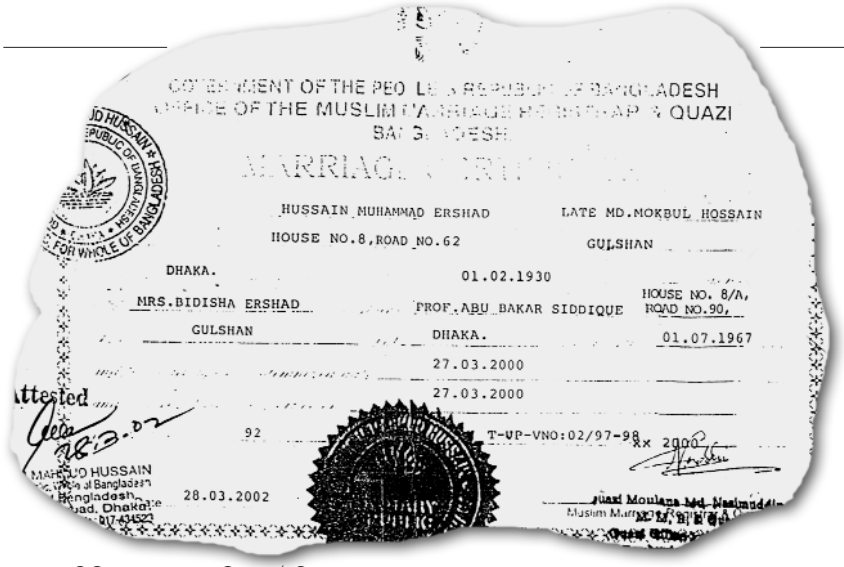

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE MUSLIM MARRIAGE REGISTRAR & QUAZI
BANGLADESH

MARRIAGE CERTIFICATE

HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD LATE MD.MOKBUL HOSSAIN
HOUSE NO.8,ROAD NO.62 GULSHAN
DHAKA. 01.02.1930
MRS.BIDISHA ERSHAD PROF.ABU BAKAR SIDDIQUE HOUSE NO. 8/A, ROAD NO.90,
GULSHAN DHAKA. 01.07.1967
27.03.2000
27.03.2000
92 T-VP-VNO:02/97-98 xx 2000
Attested
28.03.2002
MAHMUD HUSSAIN
Quazi Moulana Md. Nazimuddin
Muslim Marriage Registrar & Quazi

এরশাদ বিদিশাকে তালাক দিয়ে সৌদি আরব চলে গিয়েছেন। এই নিষ্ঠুরতা হারমানায় তার স্বৈরশাসনকেও

১৯৬১ ইং সালের মুসলিম পারিবারিক আইন
এর ৭ (১) ধারামতে

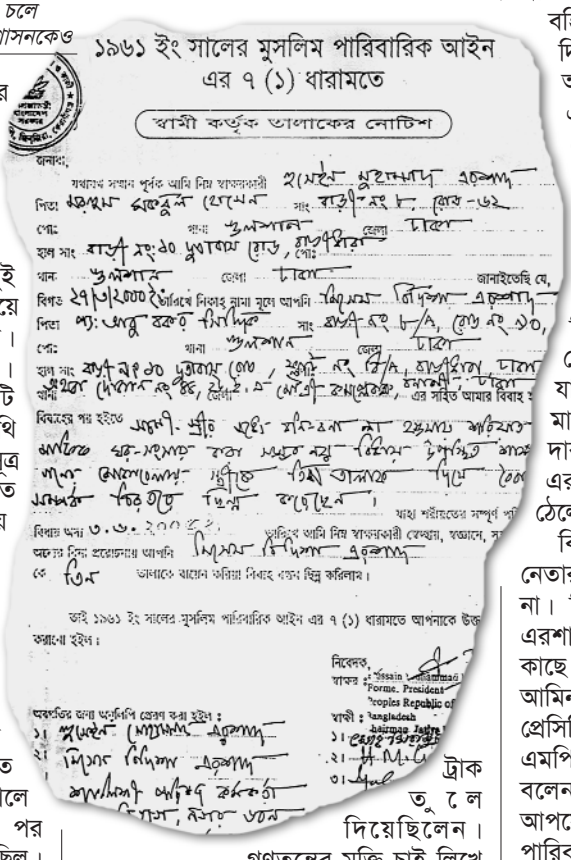

স্বামী কর্তৃক তালাকের নোটিশ

জনাব,
যথাযথ সম্মান পূর্বক আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী হুসেইন মুহম্মাদ এরশাদ
পিতা: মরহুম মকবুল হোসেন সাং বাড়ী নং ৮, রোড-৬২
পো: থানা: গুলশান জেলা ঢাকা
হাল সাং বাড়ী নং ১০ দূতাবাস রোড, বারিধারা, পো:
থানা গুলশান জেলা ঢাকা জানাইতেছি যে,
বিগত ২৭/৩/২০০০ ইং তারিখে নিকাহ্ নামা মূলে আপনি মিসেস বিদিশা এরশাদ
পিতা প্র: আবু বকর সিদ্দিক সাং বাড়ী নং ৮/A, রোড নং ৯০,
পো: থানা গুলশান জেলা ঢাকা
হাল সাং ... এর সহিত আমার বিবাহ ...
বিবাহের পর হইতে ...
... যাহা শরীয়তের সম্পূর্ণ ...
বিধায় অদ্য ৩.৬.২০০২ তারিখে আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, ...
অত্যন্ত নিরূপায় আপনি মিসেস বিদিশা এরশাদ
কে তিন তালাকে বায়েন করিয়া বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিলাম।

তাই ১৯৬১ ইং সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এর ৭ (১) ধারামতে আপনাকে উক্ত ... জানানো হইল।

নিবেদক,
স্বাক্ষর: Hussain Muhammad Ershad
Former President
Peoples Republic of Bangladesh
Chairman, Jatiya ...

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:
১। হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ
২। মিসেস বিদিশা এরশাদ
...

সাক্ষী:
১।
২। H.M.
৩।

দৃশ্যত বিদিশার ওপর সরকারের রোষানলেরই বহিঃপ্রকাশ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবি আবু বকর সিদ্দিক মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিদিশাকে তার ছাত্র ব্রিটিশ নাগরিক পিটারের সঙ্গে বিয়ে দেন। বিদিশা তখনই লন্ডনে চলে যান। দুই সন্তান উইলিয়াম ও ইজাবেলাকে নিয়ে পিটারের সঙ্গে ভালোই দিন কাটছিল। '৯৬ সালের দিকে বিদিশা দেশে আসেন। ফ্যাশন হাউজ করেন। গুলশানে একটি বাড়ি ভাড়া নেন। এ সময় অনেক মহারথি তার বাড়িতে যাতায়াত করতেন। সূত্র জানায়, ফরাসি দূতাবাসের একটি পার্টিতে এরশাদের সঙ্গে বিদিশার প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম দেখাতেই ঝানু শিকারী এরশাদ বিদিশার ওপর নজর দেন। বিদিশার মতে, তখনই এরশাদ তার প্রেমে পড়ে যায়। এরপর বিদিশার ফ্যাশন হাউজ চালু হলে এরশাদ প্রায়ই সেখানে যেতেন। প্রতিদিন রজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে তিনি বিদিশাকে দেখতে যেতেন। তাদের প্রেমের পরিণতিতে ছেলে এরিকের জন্ম হয়। '৯৯ সালে মৌলভী ডেকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর এরশাদ-বিদিশার সম্পর্ক ভালো চলছিল। এরশাদের পারিবারিক অধিকাংশ সময় কাটত বিদিশা ও এরিকের সঙ্গে। বিদিশার মতে, তিনি এরশাদকে শিশুর মতোই লালন পালন করছিলেন। এরশাদ বিদিশাকে তার পার্টি, সংসার সব কাজেই লাগিয়েছেন। এখন সেই এরশাদ নিজে জেলে যাওয়ার ভয়ে অসুস্থ স্ত্রীকে জেলে পাঠালেন। শিশু পুত্রকে করলেন মা ছাড়া। এমন নিষ্ঠুরতা এরশাদের মত একজন সামরিক জান্তাকেই মানায়। এরশাদের এ আচরণ তার শাসনামলের নিষ্ঠুরতাকে মনে করিয়ে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন প্রতিহত করতে এরশাদই তো ছাত্র মিছিলে পুলিশের ট্রাক তুলে দিয়েছিলেন। গণতন্ত্রের মুক্তি চাই লিখে নূর হোসেন হয়েছিলেন গুলিবিদ্ধ। এরশাদ তার শাসনকে পাকাপোক্ত করতে অসংখ্য মায়ের বুক খালি করেছেন। এ দেশের জনগণ এরশাদের হাসিমুখের মাঝে তার নির্মমতা ভুলে যায়নি। তার নির্মমতার চরম শিকার হলেন বিদিশা।

বিদিশার প্রতি এরশাদের এই নির্মম প্রহসন জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। জাতীয় পার্টির নেতা কর্মীরা চুপ। কারণ এরশাদ স্বৈরশাসনের মতোই জাতীয় পার্টি চালান। জাতীয় পার্টি তার একক প্রতিষ্ঠান। অনেকে বলে, জাতীয় পার্টি এরশাদের ট্রেড সেন্টার। এরশাদ বিদিশাকে পার্টির গঠনতন্ত্রের ৪৬ ধারা অনুসারে অব্যাহতি দিয়েছেন। গঠনতন্ত্রের ৪৬ ধারায় বলা হয়েছে পার্টির চেয়ারম্যান ইচ্ছে করলে যে কাউকে বহিষ্কার, অব্যাহতি গ্রহণ প্রদান পারবেন। এর জন্য তাকে পার্টির কোনো মহলের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। একজন সামরিক জান্তার পক্ষে এমন স্বৈরতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র রেখে পার্টি করা সম্ভব হয়েছে। এ ধারার জন্য পার্টিতে এরশাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে না। এরশাদ কারও প্রতি বিরাগভাজন হলেই পত্রিকায় তাকে বহিষ্কারের বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেন। তার নিজ স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তিনি একই আচরণ করেছেন। বহিষ্কারের পর এরশাদ প্রতারণা মামলা দিলেন। অসুস্থ স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করালেন। অবশেষে তালাক দিয়ে ৪ বছরের ছেলে এরিককে নিয়ে সৌদি আরব চলে গেলেন। বিদিশা রিমান্ডেই পড়ে রইলেন।

আগামী নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি হয়ে উঠছিল ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ। মহাসচিবের দুই দফা নারী কেলেঙ্কারি, বিদিশার প্রতি এরশাদের নির্মম আচরণে হতাশ জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা। সমর্থকেরা নিজের জেলে যাওয়ার ভয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করায় এরশাদের ভাবমূর্তি এখন দারুণ সংকটে। কার্যত বিদিশার ঘটনা এরশাদকে রাজনৈতিক মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিয়েছে।

বিদিশার ঘটনায় পার্টির উদারমনা নেতারা ক্ষুব্ধ। যদিও তারা এখন মুখ খুলছেন না। বিদিশার বিরুদ্ধে মামলা করা প্রসঙ্গে এরশাদ কোনো মন্তব্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে করতে রাজি হননি। মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদারও নীরব। তবে পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কুড়িগ্রাম ৪ আসনের এমপি মোঃ গোলাম হাবীব দুলাল ২০০০কে বলেন, পার্টির জন্য বিদিশা-ঘটনাটি আপসেট। দুঃখজনক। তবে এটা এরশাদের পারিবারিক বিষয়। আমি মনে করি না এ প্রভাব পার্টির ওপর পড়বে।

বিদিশা রাজনীতিতে এসেছেন মাত্র তিন বছর। এ বছরই তিনি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য হলেন। তিনি জাতীয় পার্টি ও নিজেকে আগামী দিনের দেশের অন্যতম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। নেমেছিলেন রাজনীতির খেলায়। অল্প সময়ের মধ্যে শিকার হলেন দেশের প্রচলিত রাজনীতির নির্মম খেলায়। এরশাদ বাংলাদেশের চৌদ্দ কোটি মানুষকে নিয়ে খেলছেন। তার এই খেলার নিয়ামক বিএনপি-আওয়ামী লীগ। আর দর্শক অসহায় সাধারণ মানুষ।

‘খাজা বাবাই আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন’

বিদিশা

জাতীয় পার্টিতে চলছে গৃহদাহ। মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদারের দুই দফা নারী কেলেঙ্কারী ঘটনা পার্টির অভ্যন্তরে তোলপাড় সৃষ্টি করে। মহাসচিবের সমর্থক কাজী জাফর, রওশন এরশাদ বিদিশা গ্রুপকে কোণঠাসা করতে নেয় নানা উদ্যোগ। একে একে বহিষ্কার করা হয় বিদিশা সমর্থকদের। বিদিশাও মহাসচিবকে বহিষ্কারের জন্য এরশাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। এদিকে মহাসচিবপন্থীরা রটিয়ে দেয় ভারতে থাকতে বিদিশা বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে দেখা করছে। এরশাদকে চাপ দেয় চারদলীয় জোটে যোগ দেয়ার জন্য। বিদিশাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য চাপ আসে দলের ভেতর ও সরকারের পক্ষ থেকে। এরশাদ তাকে দেশের বাইরে যেতে নানাভাবে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। দেশ ছাড়ব না এ সিদ্ধান্তে বিদিশা অটল থাকে। সিকদার মেডিক্যালে ভর্তি বিদিশার ওপর গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ে। গৃহবন্দি হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে ৩ জুন সন্ধ্যায় বিদিশা সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **জয়ন্ত আচার্য**

২০০০ : জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্যের পদ থেকে আপনাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে কেন?

বিদিশা এরশাদ : আসলে আমি জানি না আমাকে কেন অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পার্টির চেয়ারম্যান, আমার স্বামী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ হয়তো আমার ভালোর জন্যই আমাকে অব্যাহতি দিতে পারে। এতে ভালোই হয়েছে। পার্টিতে আমার দায়িত্ব রইল না। ঘর-সংসার ভালো করে দেখতে পারবো। তবে আমার ধারণা, পার্টিতে আমার প্রতিপক্ষ রুহুল আমিন হাওলাদার, কাজী জাফর আহমেদের চাপেই এরশাদ সাহেব এ কাজটি করতে পারে। তারা আমাকে জাতীয় পার্টিতে নিশ্চিহ্ন করতে চান। নারী কেলেঙ্কারীর প্রতিবাদ করায় আমার ওপর খড়্গ নেমেছে।

২০০০ : আপনি বললেন, ভারতের রাষ্ট্রদূত বীণা সিক্রি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার কারণে বহিষ্কার করেছে। আসলে ভারতের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কিসের? আপনি তো প্রায়ই ভারতে যান।

বিদিশা : হ্যাঁ, আমি প্রায়ই ভারতে যাই। ভারতে যেতে হয় আমার নিজের ও ছেলের চিকিৎসার জন্য। আমি ১০ বছর বয়স থেকে ভারতে যাই আমার বাবা কবি আবু বকর সিদ্দিকের সঙ্গে। শুধু আমার ভারতে যাওয়া নিয়ে এতো প্রশ্ন কেন? ভারতে এ দেশের কোন নেতা না যায়! ভারতের চাল-ডাল আমরা খাই। ওষুধ খাই। ভারতের গরুর মাংস ছাড়া চলে না। ভারতে গেলে এতো দোষ কিসের! আসলে বিষয়টি অন্য জায়গায়। পার্টির কতিপয় নেতা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাকে ভারত ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। ভারতের রাষ্ট্রদূত বীণা সিক্রি আমাকে দেখতে আসার পরই পার্টির সব কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো। আসলে তারা আমার অব্যাহতির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মিলিয়ে ফেলতে চায়। আমাকে নিয়ে জনগণের মাঝে ঘোলাটে ধারণা সৃষ্টি করতে চায়।

২০০০ : চিকিৎসা করতে ভারতে থাকার সময় আপনার সঙ্গে কোন কোন নেতার কথা হয়েছে? আসলে ভারতে কোন নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন?

বিদিশা : আপনাকে বুঝতে হবে, আমি শুধু সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের স্ত্রী-ই নই। আমি দেশের স্বনামধন্য কবি আবু বকর সিদ্দিকের মেয়েও। এ কারণে আমাকে জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের অনেক নেতাই চেনেন। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব কাকার সঙ্গেও আমার পরিচয় রয়েছে। তিনিও তো আমার বাবার বন্ধু। এগুলো সবই ব্যক্তিগত পরিচয়। এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই। আমাকে নিয়ে শুধু ভারতের কথা বলা হয় কেন? পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের পার্টি থেকেও তো আমাকে দাওয়াত করেছে। আমেরিকার অনেক সিনেটরও তো আমাকে ই-মেইল করেন। জাতীয় পার্টির জন্যই তো আমেরিকান সিনেটরদের সঙ্গে আমি দেখা করছি। তবে এ কথা সত্য, প্রতিপক্ষ যতই আমার গায়ে ভারতের সিল লাগাক, আমাকে ভারতে যেতে বাধা দিক, আমি ভারতে যাবই। কারণ সেখানেই তো আমার সাহসের ঠিকানা, খাজা বাবার মাজারে আমাকে যেতেই হবে। সেখান থেকেই তো আমি শক্তি পাই। আমার অবস্থা শুনে খাজা বাবার মাজারের হুজুর এ দেশে চলে এসেছেন।

২০০০ : হুজুরের সঙ্গে কি কথা হয়েছে, আপনার এ বিপদে তিনি কি বললেন?

বিদিশা : তিনি এসে আমাকে দোয়া করে গেছেন। বলেছেন ধৈর্য ধরতে। বলেছেন শীঘ্রই সব ঠিক হয়ে যাবে। খাজা বাবার প্রতি আমার বিশ্বাস অবিচল।

BASE ক্যাডেট কোচিং

আপনি কি আপনার সন্তানকে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করাতে চান ? ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং চৌকষ ক্যাডেট বৃন্দ দ্বারা পরিচালিত।

ভর্তি চলছে!

BASE School, সাত মসজিদ রোড
(মীর বাবারের পিছনে) বাড়ী # ৮২, রোড # ৯/এ, ধানমন্ডি ঢাকা।

ফোন : ৯১৩ ৬৭৯৯, ০১৭৩ ০১৭১৪৭, ০১৭১ ০২০০৬৬

ইনশাল্লাহ তার দোয়ায় আমি সব বিপদ কাটিয়ে উঠব।

২০০০ : বিপদ তো আপনার ওপর একের পর এক আসছে। এখনো কি খাজা বাবার প্রতি বিশ্বাস রয়েছে?

বিদিশা : আমি তো বলেছি, খাজা বাবার প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। এ বিশ্বাস মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকবে। অনেকে হয়তো আজকের এ বিজ্ঞানের যুগে আমার বিশ্বাসের অবস্থান নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে পারেন। এতে আমি কষ্ট পাই না। আমি ধার্মিক, তবে ভন্ড নই। আমি মনে করি এ বিপদ থেকে খাজা বাবাই আমাকে রক্ষা করবে।

২০০০ : আপনি নাকি গ্রেপ্তার-আতঙ্কে ভুগছেন?

বিদিশা : বলা হচ্ছে আমাকে নাকি গ্রেপ্তার করা হবে। আমাকে বিদেশে চলে যাবার কথাও বলা হচ্ছে। বিদেশে চলে না গেলেই নাকি গ্রেপ্তার করা হবে। আমাকে কেন গ্রেপ্তার করা হবে? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। কোনো থানায় তো আমার বিরুদ্ধে মামলা নেই। আসলে পার্টির মধ্যে আমার প্রতিপক্ষরা গ্রেপ্তারের ভয় দেখাচ্ছে, যাতে আমি দেশের বাইরে চলে যাই। সহজে দেশে আসতে না পারি। আমি কোনো অবস্থায়ই দেশত্যাগ করবো না। আমি লন্ডনে আমার বিশাল সম্পদ ও সংসার ছেড়ে দেশের টানেই তো চলে এসেছি। এরশাদ সাহেব আমাকে বারবার বলছেন, দেশত্যাগ না করলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। আমি গ্রেপ্তারে ভয় পাই না। আমাকে কেনই বা গ্রেপ্তার করা হবে? আমি কি সরকারের প্রতিপক্ষ! বরং সরকারের অনেক নেতার সঙ্গেই আমার যোগাযোগ রয়েছে। তাদের নাম এখন বলতে চাই না। পার্টির একটা অংশ থেকে প্রচার করা হচ্ছে, আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হবে।

২০০০ : আপনি তো প্রায়ই সরকারবিরোধী বক্তব্য দেন। আওয়ামী লীগের ব্লক মেনটেইন করেন।

বিদিশা : পার্টির পক্ষ থেকে আমাকে সরকারের বিরুদ্ধে যে কথা বলতে বলা হয়, আমি সে কথাই বলি। অবস্থানগত কারণে এখন এরশাদ সাহেব এসব কথা বলতে পারছেন না। এগুলো আমার কোনো কথা নয়, এসব পার্টির কথা। এছাড়া আমার সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোনো নেতার সম্পর্ক নেই। আমি শুধু ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তাও তো এরশাদের সঙ্গে। অথচ আমাকে আওয়ামী লীগপন্থি বানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

২০০০ : এরশাদ আপনাকে অব্যাহতি দিয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। তার পরে কি এরশাদের সঙ্গে কথা হয়েছে?

বিদিশা : এরশাদ তো ৩ জুন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আমার কাছে বসা। আমাকে ভাত খাইয়ে দিল। তখন তো আমি জানতাম না অব্যাহতি দেয়া হবে। তবে বিদেশে যাওয়ার কথা বলেছে। আজও আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আসলে চাপে পড়ে এ কাজটি করতে বাধ্য হয়েছে।

২০০০ : অব্যাহতি দেয়ার পেছন রওশন এরশাদের ভূমিকা রয়েছে কি?

বিদিশা : তিনি তো আমার বড় বোন। তিনি এ কাজটি করতে পারেন না। তবে আমি শুনেছি আমাকে যাতে গ্রেপ্তার করা না হয় তার জন্য তিনি সরকারের সঙ্গে লবিং করেছেন। আমাকে গ্রেপ্তার না করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

২০০০ : অব্যাহতি দেয়ার পর পার্টির নেতা-কর্মীরা কি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছে?

বিদিশা : পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। তারা বলছে, এ ঘটনা অগণতান্ত্রিক, দুঃখজনক। তারা বিক্ষোভ করতে চেয়েছে। আমি তাদের বলছি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাদের ধৈর্য ধরতে বলেছি। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী এসেছিলেন। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। আমার পাশে পার্টির নেতা-কর্মীরা আছে। আমি তো পার্টির ইয়াং জেনারেশনের নেতৃত্ব দেই। মহিলা শাখা তো আমার হাতে গড়া।

২০০০ : আপনাকে অব্যাহতি দেয়া হলো। সরদার আমজাদকে বহিষ্কার করা হলো। পার্টিতে কি আপনার গ্রুপ হেরে গেল?

বিদিশা : জাতীয় পার্টিকে একটি স্বার্থান্বেষী মহল কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে। তারা চেয়ারম্যানকে ভুল পথে পরিচালনা করছে। তারা জাতীয় পার্টিকে কুক্ষিগত করে অন্য একটি পার্টির সঙ্গে বিলীন করে দিতে চায়। পার্টির এ শত্রুরা সাময়িকভাবে ভালো পজিশনে থাকলেও জাতীয় পার্টির অগণিত নেতা-কর্মী পার্টিকে সঠিক পথেই নিয়ে যাবে। ত্যাগী নেতা-কর্মীদের বিজয় হবেই।

২০০০ : গুঞ্জন রয়েছে এরশাদ নাকি আবারও প্রেমে পড়েছেন। আবারও বিয়ে করতে চান। এ জন্য আপনাকে বিদেশে পাঠাতে চান।

বিদিশা : আমি তো শুনেছি। পত্রিকায় দেখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মেয়েকে নাকি বিয়ে করতে চায়। আমি পত্রিকার এ কথা বিশ্বাস করি না। পার্টির মধ্যে একটি মহল আমার ও এরশাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চায়। তারাও এটা রটাতে পারে। আমার সঙ্গে এরশাদের সম্পর্কের কোনো অবনতি হয়নি। এরশাদ তো রোজই আমাকে দেখতে দুবার হাসপাতালে আসে। সব সময় খোঁজ-খবর নেয়। আমার প্রতি তার ভালোবাসা শতভাগ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

২০০০ : তাহলে আপনি মনে করছেন, পারিবারিক কোনো সমস্যা হচ্ছে না। মানে পরিবার ভাঙছে না তো?

বিদিশা : এরশাদ তো চাপে পড়েই আমাকে বহিষ্কার করছে। এ কথা সে আমাকে বলেছে। পারিবারিক সমস্যা হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। আমাদের সম্পর্ক খুবই মধুর। পারিবারিক সম্পর্কের কোনো অবনতি হয়নি।

২০০০ : আপনাকে পার্টি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পার্টির e¨¯Zv তো থাকবে না। এখন আপনি কি করবেন?

বিদিশা : জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে আমি রাজনীতিতে এসেছিলাম। রাজনীতির মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ করবো। এ সুযোগটা তো কমে গেল। আমার সংসার তো রয়েই গেছে। আমার অসুস্থ ছেলেটাকে আমি বেশি করে সময় দিতে পারবো। এরশাদকে তো শিশুর মতো করে পালতে হয় আমাকে। ওকে তো সময় দিতে হবে। রংপুর, রাজশাহীর মানুষ আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। এদের জন্য সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ তো আমি করেই যাবো।

খাজাবাবা বিদিশাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেননি। অসুস্থ শরীর নিয়েও তাকে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে। থানার হাজতে কাটাতে হয়েছে বিনিদ্র রাত। এখন বিদিশার হাজত থেকে বের হওয়া এবং বিদেশ যাওয়া শুধুই সময়ের ব্যাপার।

‘পার্টির পক্ষ থেকে আমাকে সরকারের বিরুদ্ধে যে কথা বলতে বলা হয়, আমি সে কথাই বলি। অবস্থানগত কারণে এখন এরশাদ সাহেব এসব কথা বলতে পারছেন না। এগুলো আমার কোনো কথা নয়, এসব পার্টির কথা’